❑অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা (Concept of Economic Development) :

কোন দেশ বা জাতির উন্নয়ন কোন সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার মানের উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নতি সামাজিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে যা দেশ বা জাতির অন্যান্য উন্নয়নের পথকে সক্রিয় ও গতিশীল করে । উন্নয়নকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে যে বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখা দরকার তা হল - দারিদ্রতা দূরীকরণ, আয়বন্টনের সমতা, বেকারত্ব দূরীকরণ অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় সঞ্চয়ের পরিমান বৃদ্ধি, সম্পদের সমবন্টন, মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ।

❑ Defination of Economic Development

:- বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ ও বিজ্ঞব্যক্তিরা তাদের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ।

১) According to arthur Lewis "Economic Development represents the percaptia increase in the production of a Country."

২) According to prof Higgins "Economic development is the increase in per capital and National income of a Country."

৩) Schumpter মন্তব্য করেছেন, "Economic development is fundamental transformation of an Economy".

সর্বশেষে বলা যায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি (Economic growth) ঘটিয়ে দারিদ্রতা দূরীকরণ, আয়ের বন্টনের সমতা, কর্ম সংস্থানের বৃদ্ধি, মোট জাতীয় উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয়ের পরিমান বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে ।

Scanned with CamScanner

❑ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Growth and Economic Development)

"Economic growth' (অর্থনৈতিক বৃদ্ধি) ও 'Economic development' (অর্থনৈতিক উন্নয়ন) শব্দ দুটির মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন দেশ বা অঞ্চলের GDP (Gross Do-

Scanned with CamScanner

mestic products), মাথাপিছু আয়, প্রকৃত জাতীয় আয় ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিমাপ করে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন GDP বৃদ্ধি (Economic)।

অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে GDP, মাথাপিছু আয় ইত্যাদির সাথে জীবনযাত্রার মানের (Living standard) বিবেচনা করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পার্থক্যগুলি হল -

১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development) হল একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া (Long term process) তবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি একটি স্বল্পকালীন প্রক্রিয়া।

২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন গুনগত ও সংখ্যাগত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে। অপরদিকে Economic growth সংখ্যাগত বিষয়কে বিবেচনা করে।

৩) অর্থনৈতিক উন্নয়নেরি পরিমাপে HDI, Human proverty index Gender related index, সাক্ষরতার হার, জীবনযাত্রার সুষম মান ইত্যাদিকে বিবেচনা করা হয়। তবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পরিমাপের ক্ষেত্রে GDP মাথাপিছু আয় ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়।

৪) অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চেয়েও একটি বহুমুখী চিন্তাধারা বা ধারনা। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি একটি সংকীর্ণ ধারনা।

৫) অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এদিক থেকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকে।

Scanned with CamScanner

উন্নয়নের অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ (Economic indicator of development) :

উন্নয়নের অর্থনৈতিক নির্দেশক (indicator) গুলি হল -

১) জাতীয় উৎপাদন (Gross National Production or GNP) ২) মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন (GDP or Gross Domestic Production) ৩) মাথাপিছু আয় ((Percapital Income) ৪) মোট জাতীয় আয় (Gross National Income /GNI) ৫) বিনিয়োগ (Investment)।

মোট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও উন্নয়ন (GDP and Development)-

একটি দেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক উৎপাদিত সমস্তদ্রব্য ও সেবামূলক কাজের বর্তমান বাজার দরের সমষ্টি GDP (Gross Domestic Production) বলে। এখানে অভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধি ও পরিসেবামূলক কাজের প্রসার উন্নয়নকে নির্দেশ করে।

মোট জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়ন (GNP and Development) -

মোট আর্ন্তদেশীয় উৎপাদন ও বিদেশ থেকে অর্জিত আয় -এর সমষ্টিকে GDP (Gross Domestic Production) বলে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থাকর্তৃক উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য ও সেবামূলক কাজের বর্তমান বাজারদরের সাথে বিদেশে দেশীয় কোম্পানী দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবামূলক কাজের বর্তমান দামের সমষ্টিকে GNP দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারকেও GNP দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মাথা পিছু আয় ও উন্নয়ন (Per Capita income and development) :

মাথা পিছু আয় একটি গড় হিসাব। এটি কোন দেশের মোট অর্ন্তদেশীয় উৎপাদন ও মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে প্রকাশ

Scanned with CamScanner

করে। এই মানের দ্বারা যদিও মাথাপিছু প্রকৃত আয় প্রকাশ পায় না তা সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মানের ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু আয়কে হিসাব করা হয়।

❑ **বিনিয়োগ(Investment) :** দেশের উন্নয়নে বিনিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিনিয়োগ বলতে প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগকেই বোঝানো হয়। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন হতে পারে। যেমন - শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবামূলক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। তবে কোন একটি ক্ষেত্রের থেকেও সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ করলে উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যে বর্তমানে বেশি বিনিয়োগ করে চলেছে। বিনিয়োগ মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner

উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য :

১) উন্নয়ন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Continuous Process) - উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি অবিচ্ছিন্ন ও গতিশীল প্রক্রিয়া । কিছু সময় এটি অনেকটা উর্ধ্বমুখী আবার অনেক সময় নিম্নমুখী ।

২) উন্নয়ন একটি ধারা অনুসরণ করে - আদিমযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের উন্নয়নের একটি আলাদা আলাদা অধ্যায় ছিল ও আছে ।

৩) উন্নয়নের একটি দিক (direction) রয়েছে - উন্নয়ন একটি দিককে অনুসরণ করে, দিকটি সবসময় অগ্রবর্তী, পশ্চাদ্‌বর্তী নয় ।

৪) মানুষের চাহিদার দ্বারা উন্নয়ন পরিচালিত হয়।

৫) উন্নয়ন হল একটি ব্যাপন প্রক্রিয়া (diffusive) কারণ উৎসস্থল থেকে এটি চারিদিকে বিস্তারলাভ করে ।

৬) উন্নয়ন হল বিশ্বব্যাপি প্রক্রিয়া।

৭) উন্নয়ন হল একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া।

৮) উন্নয়নের মধ্যে ধীর ও গতিশীল প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ধীর প্রক্রিয়াটি evolutionary চরিত্রকে পরিস্ফুট করে এবং গতিশীল প্রক্রিয়া revolutionary বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় ।

উন্নয়নের নির্দেশক সমূহ (Indicator of Development) :

উন্নয়ন যে সমস্ত উপাদানের নির্ভর করে, যেগুলি হল -

অ) সামাজিক নির্দেশক

আ) অর্থনৈতিক নির্দেশক

ই) পরিবেশ বিষয়ক নির্দেশক সমূহ

অ) সামাজিক নির্দেশক সমূহ - জনসংখ্যা, শিক্ষা, জীবনধারনের মান, স্বাস্থ্য, বয়স - লিঙ্গ অনুপাত, নাগরিক অধিকার, প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বিবেচনা করা হয় ।

Scanned with CamScanner

❑ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন
(Population and develoment) :

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। Optimum population Underpopulation এবং Overpopulation (কাম্যজনসংখ্যা, জনস্বল্পতা, জনাকীর্ণতা) প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচনা উন্নয়নকে বিভিন্নমাত্রায় ব্যাখ্যা করে। কাম্যজনসংখ্যার ধারনায় বলা হয় কোন দেশ বা অঞ্চলে সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে যে জনসংখ্যা বেড়ে ওঠে তাকে কাম্যজনসংখ্যা বলে। অর্থাৎ জনসংখ্যা ও সম্পদের বন্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে যা উন্নতির গতিধারাকে নির্দেশ করে। জার্মান, ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যান্ড, ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কাম্যজনসংখ্যা যুক্ত উন্নত দেশ। কাম্য জনসংখ্যায় মাথাপিছু উৎপাদন, উৎপাদন ও আয় সর্বোচ্চ হয়ে জীবনযাত্রার মান চরমতম উচ্চ হয়। কোন দেশে প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে অর্থাৎ মোট জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে বেশি হলে, তাকে জনাকীর্ণতা (over population) বলে। এই অবস্থায় মাথাপিছু সম্পদ, উৎপাদন, আয়, ক্রয়ক্ষমতা ও ভোগ হ্রাস পেয়ে দারিদ্রতা (Proverty) বাড়ে, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পেয়ে বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবা বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে যা উন্নয়নের গতিশীলতায় বাঁধার সৃষ্টি করে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ জনাকীর্ণতার পর্যায়ে পড়ে।

কোন দেশ বা অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হলে বা মোট জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় কম হলে, তাকে জনস্বল্পতা (Underpopulation) বলে। এক্ষেত্রে অনগ্রসর জনস্বল্পতা হলে সম্পদের পূর্ণব্যবহার সম্ভব হয় না তাই উন্নয়ন অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। জাইরে, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশ এই পর্যায়ে পড়ে। উন্নত জনস্বল্পতার দেশগুলির (অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র) দক্ষ সুশিক্ষিত ও উদ্যোমি মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করে অর্থনীতি ও সমাজের উন্নয়ন ঘটায়।

জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়গুলি অর্থাৎ জনঘনত্ব, মানুষ - জমি অনুপাত, জনবিস্ফোরণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলি নিঁখুতভাবে পর্যালোচনা করলে প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের উন্নয়নের ধারাকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি ও উন্নয়নকে নিচের ছকে দেখানো হলে -

Scanned with CamScanner

❑ **শিক্ষা ও উন্নয়ন (Education and development)** - শিক্ষা সমাজের মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত ও সচেতনা বৃদ্ধি করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায় ও পরিবেশের সংরক্ষণে সাহায্য করে।

জিমারম্যান বলেছেন - 'সংস্কৃতি হল একটি ফলকাগ্র যাকে প্রকৃতি ও বাধার গভীরতর ক্ষেত্রে চালনা করে মানুষ 'নিরপেক্ষ উপাদানকে' উত্তরোত্তর সম্পদে পরিবর্তন করে'। জিমারম্যানের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রকৃতি ও বাধার গভীরতর ক্ষেত্রে চালনা করতে যে উপাদানটি মানুষকে সাহায্য করে উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে তা হল শিক্ষা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় গবেষণার মাধ্যমে মানুষ কৃষিবিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে আধুনিক কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন ঘটিয়েছে যা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশ সংরক্ষনের চিন্তাধারা কিন্তু শিক্ষারই নামান্তর। কারণ কেন, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়োজন এবং কিভাবে তা করতে হবে তা শিক্ষামূলক গবেষণার মধ্যদিয়ে পাওয়া যায়। যেমন চিরাচরিত তাপ বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনে কয়লার ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তাই তার বিকল্প হিসাবে মানুষ গবেষণার দ্বারা উন্নতি প্রযুক্তির দ্বারা অচিরাচরিত শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকছে।

Scanned with CamScanner

শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের কুসংস্কারের পরিমান হ্রাস পে
সচেতনার পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারী শিক্ষার প্রসার সমাজ
অর্থনীতির উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। দেশগুলিতে
নারীশিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে সেই দেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে
অনেকটা ধীরগতির। জনবিস্ফোরণ উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়
সুতরাং শিক্ষার মধ্য দিয়ে সচেতনতা জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির
গতিরোধ করে উন্নয়নের গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে
সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে
শিক্ষার মধ্যদিয়ে মানুষ বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে জানতে চিনতে
শিখেছে যার মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটছে।

শিক্ষামূলক গবেষনা চিকিৎসাবিজ্ঞান, চিকাৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক
উন্নয়ন ঘটিয়ে সমাজকে উন্নতির মুখ দেখিয়েছে।

❑ স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন (Health and development) :

স্বাস্থ্য পরিষেবা মানের সাথে উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।
পৃথিবীর যেসকল দেশের মানুষের পুষ্টির পরিমান কম হওয়ার
জন্য মৃত্যুহারের পরিমান বেশি সেখানে সন্তান আকাঙ্খা বেশি
থাকে অর্থাৎ জন্মাহার বেশি। জন্মাহার ও মৃত্যুহার সমান হওয়ার
জনসংখ্যার ধীর বৃদ্ধি ও উন্নয়নের দিক থেকেও ধীর গতি লক্ষ্য
করা অর্থাৎ দুর্বল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। স্বাস্থ্যের উন্নতির
অর্থই হল জনসংখ্যার কাঠামোকে মজবুত করে উন্নয়নের ধারাকে
অব্যাহত রাখা।

❑ নাগরিক অধিকার : লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Bias)

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্তরায়। তাই
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিতে Gender Bias বেশি অর্থাৎ
বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি
সেখানে উন্নয়নের ধীর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। চাঁদ, সিরিয়া,
ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশগুলিতে Gender Bias
অনেক বেশি। যে যে ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দেখা যায় তা হল -

a) Economic oppertunity and participation,
b) Educational attainment,
c) Health
d) Political Empowerment।

নরওয়ে, সুইডেন,

Scanned with CamScanner

❑ উন্নয়নের পরিবেশগত সূচক (Environmental Indicator of Development) :

বর্তমানে উন্নয়নের ধারনায় পরিবেশের সংরক্ষনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরিবেশের যে উপাদানগুলি উন্নয়নকে গতিশীলতা বজায় রাখে সেগুলিকে পরিবেশগত সূচক (Environmental Indicator) বলে। পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতি পরস্পরের সাথে একসূত্রে আবদ্ধ।

উন্নয়নশীল সমাজের অবিবেচনা প্রসূত কাজের জন্য পরিবেশ ব্যাপক মাত্রায় ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে। সুতরাং, বর্তমানে উন্নয়নের ধারনায় পরিবেশের সংরক্ষণকেও জোর দেওয়া হয়েছে। পরিবেশের উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নকে আরও একধাপ সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া। অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদে শিল্প, কৃষি ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে তা হল - জলবায়ুর পরিবর্তন, অরণ্যহনন, মৃত্তিকা অবক্ষয়, মরুভূমি সম্প্রসারণ, জলাভূমি ভরাট করণ, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, জলদূষণ, বাস্তুতন্ত্রের অবনমন ইত্যাদি।

পরিবেশের উপর এরূপ ক্ষতি হওয়ার অর্থ হল মানব উন্নয়নের অবনমনের কারণ। পরিবেশের অবক্ষয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের স্বাস্থের ওপর প্রভাব ফেলবে, মানুষের গড় আয়ু কমে যাবে যা মানব উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাড়াবে।

উন্নয়নের বিভিন্ন পরিবেশ বিষয়ক সূচকগুলি হল -

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ ও উন্নয়ন : পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমান ও তার ব্যবহার-এর পরিমান, ধরন-এর উপর উন্নয়ন নির্ভর করে। প্রাকৃতিক গচ্ছিত সম্পদগুলির ব্যবহারের সাথে সাথে সংরক্ষণ করার অর্থ হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত

রাখা। যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্যের সাথে উন্নয়নের গতিশীলতা বজায় থাকবে।

(২) দূষণের মাত্রা ঃ মানুষ তার নিজের স্বার্থে অনেক সময় পরিবেশকে নিয়ে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। যার পরিণাম বিভিন্ন ধরনের দূষণ যেমন – জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মৃত্তিকাদূষণ। এই সমস্ত দূষণজনিত কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগের শিকার যা উন্নয়নের অন্তরায়। সুতরাং পরিবেশের দূষণের মাত্রা কম হওয়ার অর্থ পরিবেশের উপাদানগুলির ভারসাম্য বজায় থাকা এবং মানব ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো।

(৩) জীববৈচিত্র্য ঃ পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের জীবেরও উন্নয়ন বৈচিত্র্য থাকা একান্ত জরুরী। জীববৈচিত্র্য অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। একটু সূক্ষ্ম চিন্তা করলে বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে। জীববৈচিত্র্যের জন্য পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রানী ও উদ্ভিদের বিকাশ ঘটেছে। যেমন বিভিন্ন ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ থেকে প্রাণদায়ী ঔষধ তৈরী হয় যা চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। জ ীববৈচিত্র্যতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে

Scanned with CamScanner

যা বিভিন্নভাবে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেলে সমাজ, অর্থনীতি বিভিন্নভাবে বিপর্যস্থ হবে উন্নয়নকে স্তিমিত করবে। জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বর্তমানে Reserve Forest, Protected Forest, Sanctuary, National Park তৈরী করা হচ্ছে।

(৪) জলবায়ু : পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জলবায়ু। বর্তমানে শিল্প ও নগরায়নের যুগে 'Climate change'' শব্দটি সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করে তুলেছে। তবে উন্নয়নের হাত ধরেই আজ জলবায়ুর পরিবর্তন এসেছে। সেই নিরিখে বলা যায় আজ জলবায়ুগত অবস্থার বিচারে সার্বিক উন্নয়ন অনেকটাই দূরে। শিল্পের ক্রমাগত বৃদ্ধিতে আজ পৃথিবীতে 'Global Warming' শব্দটি পরিচিতি পেয়েছে। আবার অন্যভাবে বলে যায় এক একটি জলবায়ু অবকালের মানুষের চিন্তাধারা, কর্মক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এক এক ধরনের। জ লবায়ুগত অবস্থার ওপর নির্ভর করে কৃষি, শিল্প, পর্যটন প্রকৃতি বিকাশ লাভ করে এবং উন্নয়নের অবস্থাকে নির্দেশ করে।

Scanned with CamScanner

the Indicator of Regional Imbalance?

সংজ্ঞা: কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় তাকে Regional Imbalance বলে।

Regional Imbalance -এর নিয়ন্ত্রক সমূহ

১) মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য

২) স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বৈষম্য

৩) অর্থনৈতিক উন্নিতর বৈষম্য

৪) শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য

৫) শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বৈষম্য

৬) কৃষি-ব্যবস্থাতে বৈষম্য

৭) ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈষম্য

৮) সামাজীক পরিকাঠামোতে বৈষম্য

উপরিউক্ত এই সমস্ত নিয়ন্ত্রকগুলির জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের অসাম্য লক্ষ্য করা যায়।

Scanned with CamScanner

১) উন্নয়ন কী? What is development ?

কোন দেশ বা অঞ্চলের সার্বিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজ নৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলের পরিবেশের গতিক সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন করাকেই উন্নয়ন বলে।

এভাবে বলা যায় উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া যা মানবজাতিকে তার সম্পদ স্বরূপ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং মানব সম্পদকে বঞ্চনা ও অভাবের হাত থেকে মুক্ত করে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নয়ন হল মাথা পিছু উপাদন বৃদ্ধি, আয় ও ভোগের সমতা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, ব্যবসা বানিজ্যের সম্প্রসারণ এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও বৃদ্ধি।

২) মানব উন্নয়ন কাকে বলে? What is Human development?

যে প্রক্রিয়ায় মানুষের ক্ষমতা ও কাজের প্রসার ঘটার সাথে সাথে দীর্ঘ, সুস্থ ও সৃষ্টিশীল জীবন গড়ে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তাকে Human Development (মানব উন্নয়ন বলে)। UNDP (United Nation Development Programme) ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিটি দেশের মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা করে এবং একটি Report পেশ করে যা 'Human Development Report' নামে পরিচিত। HDI এর ভিত্তিতে কোন দেশের Human Development কে বিচার করা হয়ে থাকে। মানব উন্নয়নকে তিনটি দিক দিয়ে বিচার করা হয়। যথা - আয়ু, জ্ঞান ও জীবন ধারনের নূন্যতম

মান।

৩) মানব উন্নয়ন সূচক কাকে বলে? What is HDI (Human Development Index)?

যে সূচকের সাহায্যে মানব উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত তিনটি প্রাথমিক মাত্রার অর্থাৎ দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন, জ্ঞান ও জীবন যাত্রার সুযম মানের কতদূর অগ্রগতি হয়েছে, তা পরিমাপ করা হয় তাকে মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) বলে।

Scanned with CamScanner

এই সূচকের সর্বোচ্চ মান ১ এবং সর্ব নিম্নমান শূণ্য (০)। ২০১৮ সালের UNDP তথ্য অনুযায়ী ভারতের HDI মান ০.৬৪০ এবং Rank-১৩০,

৪) মোট অন্তঃদেশীয় উৎপাদন কাকে বলে ? What is GDP?

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল GDP বা Gross Domestic Production (মোট আভ্যন্তরীণ উপাদন)। কোন একটি বছরে কোন দেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ও সেবামূলক কাজের বা পন্যের বর্তমান বাজার দামের সমষ্টিকে GDP বলে। GDP বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ দেশ বা অঞ্চলের উন্নয়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫) মোট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? What is GNP?

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক Gross National Product (GNP) । কোন নির্দিষ্ট বছরে কোন দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উপাদন সম্পর্কিত হয় আয় ও বিদেশে দেশীয় মালিকানায় পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থা বা কারবারের মাধ্যমে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য ও সেবামূলক কাজের বর্তমান দামের সমষ্টিকে GNP বলে।

$GNP = GDP + FI$

GDP = মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন।

FI বিদেশ থেকে অর্জিত আয়।

৬) মাথাপিছু আয় বলতে কী বোঝ? What do you mean by percapita Income ?

কোন দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অর্থাৎ GDP কে এ দেশটির মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রাপ্ত ----- মাথাপিছু আয় বলে।

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় উৎপাদন}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

Scanned with CamScanner

৭) দারিদ্রতা কাকে বলে? What do you mean by Proverty?

দারিদ্রতা মানুষের জীবন ধারনের (Standard of Living) একটি খারাপ বা দুর্বল অবস্থাকে নির্দেশ করে। ভারতের গ্রাম ও শহরের মানুষজন যদি যথাক্রমে ২৪০০ ও ২৪৫০ KCL সমান খাদ্য সংগ্রহ করতে করতে অক্ষম হলে এই ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দারিদ্রতা বলে। দারিদ্র সীমায় বসবাসকারী মানুষকে Poor (দারিদ্র) বলে।

৮) MGNREGA কী ? What is MGNREGA ?

ভারতে দারিদ্র দূরীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি আক্ট (MGNREGA) । জনগনের আয়ের সুনিশ্চিত করণের জন্য ভারত সরকার ২০০৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী MGNREGA প্রকল্প চালু করে।

৯) অনুন্নয়ণ কাকে বলে? What do you mean by Unemployment ?

যখন ব্যক্তির যোগ্যতা ও কাজের ইচ্ছা থাকা সত্বেও কোন কর্ম সংস্থানের সুযোগ হয় না । তখন তাকে Unemploymenyt (বেকারত্ব) বলে। বেকারত্বের কারণগুলি হল - জনসংখ্যার পরিমান বৃদ্ধি, দ্রব্যসামশ্রী ও পরিষেবার চাহিদা হাস পেলে এ কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বেকার হয়ে পড়ে। ব্যক্তির পছন্দ মতো কাজের অভাব।

১০) খাদ্য নিরাপত্তা কী? What is food Security ?

কোন দেশ বা অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের স্বাস্থ্যকর জীবন তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান থাকার অর্থ হল Food Security (খাদ্য নিরাপত্তা। খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয় -

(ক) খাদ্যের জোগান
(খ) খাদ্য অধিকার
(গ) খাদ্যের ব্যবহার।

বিশ্বের সব দেশ খাদ্য নিরাপত্তা লাভের দিকে যথেষ্ট জোর দিয়েছে। জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিকে খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থয় এখনও নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

Scanned with CamScanner

১১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাকে বলে? What do you mean by Economic Development ?

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে দারিদ্রতা দূরীকরণ, আয়ের বন্টনের সমতা, কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি, মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথা পিছু আয় ও সঞ্চয়রে পরিমান বৃদ্ধির প্রয়োজনকে অর্থনৈতীক উন্নয়ণ বলে। Schumpter মন্তব্য করেছেন, Economic development is fundamental transformation of an economy অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন দেশের GDP, GNP ও Percapita Income ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিমাপ করে।

১২) স্থিতিশীল উন্নয়ন কাকে বলে? What do you mean by sustainable development ?

স্থিতিশীল উন্নয়ন হল প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করে, ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সুরক্ষিত রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর জন্য গৃহীত পরিকল্পনা। International Institute for environment and development (IIED) এর প্রতিষ্ঠাতা Eva Balfour 'Sustainable Development'. শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এক দীর্ঘমেয়াদ, সামগ্রিক ও বাস্তব উন্নয়ন ব্যবস্থা হল Sustainable Development

১৩) এজেন্ডা কী? What is 'Agenda-21' ?

স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে ১৯৯২ সালের ৩ - ১৪ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সম্মেলনে ২১ দফা কর্মসূচীকে Agenda - 21 বলে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্মসুচী হল -

(ক) বায়ুমন্ডলের সুরক্ষা
(খ) জনবসতির উন্নয়ন
(গ) উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সুস্থায়ী উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
(ঘ) দারিদ্র দূরীকরণ
(ঙ) শিশু ও যুব সম্প্রদায়ের সুস্থায়ী উন্নয়ন ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

করতে

১৫) জীবন কুশলতা কী? **What do you mean by well being?**

মানুষের জীবন যাপনের মাপকাঠি হল Well being বা জীবন কুশলতা। এটি একটি সামাজিক বিষয় যা জনসাধারনের মৌলিক চাহিদা পুরণকে নির্দেশ করে। মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি চাহিদাগুলি পূরণ হওয়া বা না হওয়ার ওপর জীবন কুশলতা নির্ভর করে। David Smith, Amartya Sen প্রমুখ জীবন কুশলতার প্রবক্তা।

১৬) SEZ কাকে বলে? **What is SEZ ?**

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আলাদা বা যৌথভাবে অথবা বেসরকারী ভাবে গড়ে তোলা দেশের মধ্যে বিশেষ যে এলাকায় শিল্প বা বানিজ্যিক উদ্যোগগুলির পরিচালন সংক্রান্ত নিয়ম নীতি দেশের অন্য এলাকার থেকে আলাদা তাকে Special Economic Zone (SEZ) বলে। SEZ এ যে সকল সুবিধাগুলি দেওয়া হয় তা হল - বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কর ছাড়, সহজ করে কাঠামো, শ্রম আইনে ছাড় প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা একটি SEZ অঞ্চল।

১৭) ব্যাক ওয়াশ প্রভাব কাকে বলে? **What is Back Wash Effect ?**

গুনার মিরডাল তার 'Cummulative Causation Theory'তে Back Wash Effect এর কথা উল্লেখ করেন। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা অনুন্নত অর্ধবলের শ্রমিক, প্রাকৃতিক সম্পদ পাশ্ববর্তী উন্নতঅর্ধবলে চলে যায় এবং উন্নত অর্ধবল আরও উন্নত ও বিস্তার লাভ করে। একে Back Wash Effect বলে।

১৮) বিস্তৃতি প্রভাব কী? **What lis Spread Effect ?**.

গুনার মিরডাল বলেন কোন অর্ধবল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় শিল্প কারখানার বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে এবং উপাদন বৃদ্ধি পায় সাথে বিনিয়োগও। অর্ধবলটি বিস্তার ঘটাতে থাকে এই ঘটনাকে Spread Effect বলে।

Scanned with CamScanner

২০) DPA কী? What is DPA ?

Hirschman এর ভারসাম্যহীন বৃদ্ধি তত্ত্ব DPA (Direct Productive Activities) এর কথা উল্লেখ করেন এক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পে সরাসরি বিনিয়োগের কথা বলা হয়। এই ধরনের বিনিয়োগকে বিনিয়োগের কেন্দ্রীকরণ বলা হয়। এই ধরনের বিনিয়োগ অর্থনীতিকে আরও প্রসারিত করে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা এই ধরনের বিনিয়োগ করে থাকে।

আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism)

আঞ্চলিকতাবাদ হল একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি ভৌগলিক এলাকার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রকারের বিশেষ আনুগত্য। এটি একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে অঞ্চল, বিভিন্ন মানুষ এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিফলিত করে। আঞ্চলিকতাবাদ একটি আদর্শ এবং রাজনৈতিক আন্দোলন যা অঞ্চলগুলির কারণগুলি এগিয়ে নিতে চায়। এটি এক প্রক্রিয়া রূপে একটি জাতির মধ্যে পাশাপাশি জাতির বাইরেও আন্তর্জাতিক স্তরে ভূমিকা পালন করে। উভয় প্রকারের আঞ্চলিকতাবাদের পৃথক অর্থ রয়েছে এবং এর ইতিবাচক পাশাপাশি সমাজ, রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি, সুরক্ষা সংস্কৃতি, উন্নয়ন, আলোচনা ইত্যাদি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

জাতীয় স্তরে ভূ-খন্ডের সাথে অধিবাসীদের এক ধরনের টান বা সংযোগ থাকে। এর থেকে স্বতন্ত্র আরেক ধরনের সংযোগ সম্পর্ক বা আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় ভূ-খন্ডে প্রশাসনিক বিভাজন বা প্রাদেশিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই আনুগত্য বা সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের আনুগত্য আঞ্চলিকতা হিসাবে প্রতিয়মান হয়।

আন্তর্জীতিক স্তরে আঞ্চলিকতা বলতে কোনো সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বা একটি অংশীদারি সমস্যা সমাধানের জন্য ট্রান্স ন্যাশনাল সহযোগিতা বোঝায়। এটি পশ্চিম ইউরোপ বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মত দেশগুলিতে একটি গোষ্ঠীকে বোঝায় যা ভূগোল, ইতিহাস বা অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা যুক্ত। এক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা হল দেশগুলির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যোগসূত্রগুলিকে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা।

...সীমানা চিহ্নিত করা

Scanned with CamScanner

of the inhabitants is called ...

২১) পৌরপুঞ্জ কি? (What is Conurbation?)

সংজ্ঞাকোন দেশে বিভিন পৌর অঞ্চল পরস্পরের সাথে সম্মিলিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং একটি বৃহৎ আকারের পৌর অঞ্চল সৃষ্টি করে যেগুলি সমসাময়িক অন্যান্য শহর থেকে আয়তন ও লোক সংখ্যার দিক বড় হয়। এই সব অঞ্চলকে পৌরপুঞ্জ বলে। ১৯১৫ সালে প্যাট্রিক গেডেস (Patrick Grddes) City in Evolution পুস্তকে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

বৈশিষ্ট্য

১) এই সব পৌরপুঞ্জে একটানা বাড়ি, উদ্যান, মেলার মাঠে, কল কারখান, বন্দরে দেখতে পাওয়া যায়।

২) একটি পৌরপুঞ্জের মধ্যে অনেক প্রশাসনিক অঞ্চল থাকে।

৩) প্রত্যেকটি স্থানের সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে।

৪) এইসব পৌরপুঞ্জের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীন অঞ্চল দেখা যায়। উদাহরণ কলকতা পৌরপুঞ্জ হুগলী নদীর বামতীরে কল্যানী পর্যন্ত বহু পৌর প্রতিষ্ঠান রয়েছে। (বিধাননগর, দমদম, কামারহাটি, পানিহাটি, খড়দহ, টিটাগড়, ব্যারাকপুড়, ইছাপুর, ভাটপাড়া, নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া ও কল্যানী)

২) বৃদ্ধি ধ্রুব কি? (What is Growth Pole?) সংজ্ঞা

কোন শহর বা নগরের অভ্যন্তরে এমন ভাবে স্থান বা কেন্দ্র যাকে যেখানে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বেশি থাকে যা নগরের বৃদ্ধির জনক এবং নতুন শহরের সৃষ্টির গুরত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। ১৯৫৫ সালে F.Perrox সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

বৈশিষ্ট্য:

১) প্রত্যেক বৃদ্ধি ধ্রুব এর মধ্যে তীব্র বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

Scanned with CamScanner

২) একটি পৌরপুঞ্জের মধ্যে বহু বৃদ্ধি ধ্রুব থাকতে পারে।

৩) প্রত্যেক বৃদ্ধি ধ্রুব তীব্র উন্নয়নের দ্বারা পাশ্ববর্ত্তী কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে।

৪) কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বৃদ্ধিধ্রুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপবিভাগ:

১) অঞ্চলবিস্তরে--- বৃদ্ধিকেন্দ্র (Growth Centre)

২) আঞ্চলিক স্তরে--- বৃদ্ধিবিন্দু(Growth Point)

৩) ক্ষুদ্রআঞ্চলিক স্তরে---সেবাকেন্দ্র (Service Centres)

৪) স্থানীয় স্তরে---কেন্দ্রীয় গ্রাম (Centrol village)

২৩) গ্রাম-শহর সীমানা অঞ্চল কী? (What is Rural-Urban Fringe? সংজ্ঞা: প্রতযেকটি বড় শহরের বাইরের সীমানায় এমন কিছু মধ্যবর্ত্তী স্থান বা অঞ্চল দেখা যায় যেখানে ভূমি ব্যবহার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি একসাথে দেখা যায়। যেহেতু শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে থাকে এবং গ্রামীন বৈশিষ্ট্যগুলি বেশি দেখা যায় তাই এই সব অঞ্চলকে মফঃশল বা Rural-Urban Fringe বলে।

বৈশিষ্ট্য:

১) এই অঞ্চলে শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি হ্রাস পায় এবং গ্রামীন বৈশিষ্ট্যগুলি শুরু হয়।

২) মূল শহরের জমি ব্যবহারের এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

৩)বৃহৎ উদ্যান, কবরস্থান, গল্ফ কোর্স, পাম্পিং স্টেশন প্রভৃতি এই অবস্থানে গড় উঠতে দেখা যায়।

উদাহরণ: কলকাতা শহরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এরকম বহু মফঃশল দেখতে পাওয়া যায়।

২৪) নব্যশহর কী? (What is New Town?)

সংজ্ঞা:

কোন দেশের বা রাজ্যের বড় শহর গুলির ওপর থেকে আর্থ-সামাজিক চাপ হ্রাস করার জন্য পাশ্ববর্ত্তী স্থানে যে নতুন শহর গড়ে তোলা হয় তাকে নতুন শহর বলে।

বৈশিষ্ট্য:

১) নতুন শহর মূলত পরিকল্পনা শহর রূপেই বিবেচিত হয়।

২) নতুন শহর গুলিতে শিল্প, ব্যবসা, বসতির জন্য নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করা থাকে।

৩) নতুন শহর গুলিতে যোগযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত হয়।

Scanned with CamScanner

উদাহরণ:

৩৬) বাহ্যিক অঞ্চল কাকে বলে? What is Formal Region?

বাহ্যিক অঞ্চল বলতে বোঝায় এমন একটি ভৌগলিক দৈশিক স্থান যা পরস্পর বিন্যস্ত থাকে এবং ভৌগলিক স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বৈশিষ্ট্যাবলী:

১) সমরূপতা: বাহ্যিক অঞ্চল হল একটি বৃহত্তর ভৌগলিক অঞ্চল, যেখানকার প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি একই রকমের হয়ে থাকে অর্থাৎ বিষমতার চেয়ে সমতার গুণ অধিক লক্ষ্য করা যায়।

২) বিন্যস্তকরণ: বাহ্যিক অঞ্চল যেহেতু বৃহত্তর অঞ্চল তাই একটির উপর আর একটি অঞ্চলের বিন্যস্তকরণ লক্ষ্য করা যায়।

৩) সীমান নির্ধারন: বাহ্যিক অঞ্চলের সীমানা নির্ধারন খুব সহজেই হয়ে থাকে কারন এই অঞ্চলে কোনো জটিলতা থাকে না।

৩৭) ক্ষুদ্র অঞ্চল কি? What is Micro Region ?

সংজ্ঞা: যে সমস্ত অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র আকারের এবং স্বল্প মেয়াদী যে পরিকল্পনা গুলি নেওয়া হয় এবং এই পরিকল্পনাগুলি আরোপিত অঞ্চলকে Micro অঞ্চল বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

১. Micro Region- এর উন্নতি পরিকল্পনা গুলি ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে।

২. Micro Region- এর পরিকল্পনা গুলি স্বল্প মেয়াদীর হয়ে থাকে।

৩. Micro Region- এ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে একটি সমতা থাকে।

৪. Micro Region- হল অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নয়নশীল অঞ্চল।

৫. Micro Region- হল একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বলয় তাই এই অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণে তেমন অসুবিধা হয় না।

উদাহরণ: গাঙ্গেয় সমভূমির পরিণত ব-দ্বীপ এলাকা হল Micro Region.

Scanned with CamScanner

৪৩) গ্রাম-শহর সীমান্তের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

What are the characteristics of ?-Urban fringe?

১) এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি হ্রাস পেতে থাকে।

২) এই মধ্যবর্তী অঞ্চলে বৃহদাকার এককগুলি যেমন জলপ্রকল্প, কবরখানা, পার্ক, গল্ খেলার মাঠ, আবর্জনা প্রভৃদ্রি অবস্থিত।

৩) এই অঞ্চলের মধ্যেই ছোট ছোট উপনগর ও উপনগরী (Satellite) অবস্থান করে।

৪) এই অঞ্চলে বাসভূমি ও শিল্পের বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরের বিস্তার ঘটে।

৫) এই অঞ্চলে ভূমি ব্যবহার ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে।

৬) এই অঞ্চলে সবুজ বলয় অবস্থান করে।

৭) এই অঞ্চলে সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বাসবাস বেশি দেখা যায়।

৮) এটি একটি নিত্য যাত্রী পরিবাহী অঞ্চল যেখানকার অধিবাসীরা নিত্য কাজের স্থানে যাতায়াত করে।

৯) এখানে পৌর সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না।

১০) এই অঞ্চলে ভূমি ব্যবহার বৃহৎ একক হয়ে থাকে।

৪৪) গ্রাম-শহরের সীমান্ত অঞ্চল নির্ধারকগুলি কি কি?

What are the element of delimitation of rural lring?

১) ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের হার

২)বাড়িঘরের আকৃদ্রির পরিবর্তন অথবা নির্মিত অঞ্চলের পরিবর্তন

৩) বৃহৎ আকারের এককগুলির অবস্থান ও বিস্তার

৪) জল, বিদ্যুৎ, টেলি পরিষেবা সহ বিভিন অত্যাবশ্যক

Scanned with CamScanner

সেবার বিস্তার

৫) জনঘনত্ব ও অন্যান্য নগরীয় বৈশিষ্ট

৬) বিভিন ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য।

৪৫) উমাল্যাণ্ড বলতে কী বোঝ? What do you understand by umland?

উমাল্যাণ্ড শব্দটি সুইডিশ শব্দ Um অর্থাৎ পার্শ্ববর্ত্তী এবং land অর্থাৎ অঞ্চলে থেকে এসেছে। সুদ্ররাং উমাল্যাণ্ড শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল পারিপার্শ্বিক অঞ্চল।

আর. এল. সিং-এর মতে নগরের পার্শ্ববর্ত্তী যে সব অঞ্চল অর্থনৈদ্রিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নগরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত তাকে উমাল্যান্ডের অংশ বলে বিবেচনা করা হয়।

আর.ই.ধ্মকিসনের মদ্রে উমাল্যাণ্ড বলতে শহরক্ষেত্রের সেই স্থানকে বোঝানো হয় যেটি শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী ও যার দূরত্ব কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে প্রায় ৩২ কিমি। শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথে এই অঞ্চলটির সম্বন্ধ রয়েছে।

গ্রিফ্ট টেলরের মতে, উমাল্যাণ্ড হল কোন শহরের সেই সব পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল যার সাথে শহরের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে।

উমাল্যান্ডের কিছু সমার্থক শব্দ রয়েছে যেমন শহর অঞ্চল (city region) শহর ক্ষেত্র (Urban Field, A.E. Samiles) যা চুম্বকের আকর্ষণের উপমা দিয়ে করা হয়েছে। শহর প্রভাবিত অঞ্চল (zone of influence) পশ্চাদভূমি(Hinterland বন্দর ক্ষেত্রে) পরিষেবা ক্ষেত্র (Service field) গোলক প্রভাব(Sphere of influence যা ত্রিমাত্রিক অর্থ বোঝায়)

শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে যত দূরে যাওয়া যায় শহরের প্রভাব ততই কমতে থাকে। শহরের প্রভাব এর কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বেশি

Scanned with CamScanner

থাকে এবং যত দূরে যাওয়া যায় ততই কমতে থাকে। এই তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে উমাল্যান্ডকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা---

১) প্রাথমিক উমাল্যান্ড (Primary Umland) যা শহরের কেন্দ্র স্থলের কাছে থাকে।

২)গৌন উমাল্যান্ড (Second Umland) যা শহরের কেন্দ্র স্থলের দূরে অবস্থান করে।

উমাল্যান্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করে শহর অঞ্চল থেকে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে পরিষেরা প্রদান ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জিনিষের সরবরাহের ওপর।

Scanned with CamScanner